

নির্বাচনের সময় | নির্বাচনী পরিবেশ | আইনশৃঙ্খলা | অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম

জনগণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ

রাউন্ড ২ – পর্ব ১ | ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

Innovision Consulting – এর একটি সামাজিক গবেষণা

সহযোগিতায়ঃ



জনগণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ : রাউন্ড ২- পর্ব ১

‘পিপলস ইলেকশন পালস’/ ‘জনগণের নির্বাচন ভাবনা’ একটি জনমত জরিপ যা রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন সূচকের ওপর ভোট দেওয়ার বয়সী মানুষের ধারণা ও পছন্দ জানার জন্য করা হয়ে থাকে।

এটি একটি ধারাবাহিক জরিপ, যার কিছু প্রশ্ন প্রতিবার একই থাকে এবং কিছু প্রশ্ন সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট ধারণ করার জন্য সংশোধন বা সংযোজন করা হয়।

পিপলস ইলেকশন পালস / জনগণের নির্বাচন ভাবনা জরিপ ইনোভেশন -এর একটি সামাজিক গবেষণা উদ্যোগ। এর দ্বিতীয় রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে সেপ্টেম্বর ২-১৫, ২০২৫ পর্যন্ত।

রাউন্ড ২-এর দুটি অংশঃ পার্ট ১-এ নির্বাচনের সময়, নির্বাচনী পরিবেশ ও অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ নিয়ে মানুষের ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। রাউন্ড ২ হলো রাউন্ড ১-এর একটি ফলো-আপ, যা ফেব্রুয়ারি ১৯ থেকে মার্চ ৩, ২০২৫ পর্যন্ত পরিচালিত হয়েছিল। রাউন্ড ১-এর ফলাফল মার্চ ৮, ২০২৫-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

রাউন্ড ২- পর্ব ১: প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম

নিরপেক্ষ নির্বাচন নিয়ে ধারণা

নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে ধারণা

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি

নির্বাচনের সময় নিয়ে ভাবনা

ভোটার উপস্থিতি

নমুনা

নমুনার আকার: ১০,৪১৩ জন ভোট দেয়ার বয়সী জনগোষ্ঠী

(হাউজহোল্ড সার্ভে/খানার উত্তরদাতা ৯৩৯৮, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থী ১০১৫)

জরিপের সময়কাল: সেপ্টেম্বর ২, ২০২৫ – সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

নমুনার বিন্যাস

নমুনার ভৌগোলিক বিস্তৃতি: ৮টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা

এলাকাভিত্তিক নমুনা: ৬৯.৫% গ্রামীণ, ৩০.৫% শহর

লিঙ্গভিত্তিক নমুনা: ৫৪.২% পুরুষ, ৪৫.৪% নারী, ০.৪% তৃতীয় লিঙ্গ

বয়স অনুযায়ী নমুনার প্রতিনিধিত্ব

জেন জি (১৮-২৮ বছর): ৩৭.৬%

মিলেনিয়ালস (২৯-৪৪ বছর): ৩৩.৪%

জেন এক্স (৪৫-৬০ বছর): ১৯.৮%

৬০+ বছর: ৯.৩%

বিভাগভিত্তিক নমুনা

ঢাকা বিভাগ	২৫.৬%
চট্টগ্রাম বিভাগ	২০.৫%
রাজশাহী বিভাগ	১৩%
খুলনা বিভাগ	১১.২%
রংপুর বিভাগ	১১%
ময়মনসিংহ বিভাগ	৭.১%
বরিশাল বিভাগ	৬.২%
সিলেট বিভাগ	৫.৩%

একনজরে মূল ফলাফল

- ভোটারদের ব্যাপক উৎসাহ: দশজনের মধ্যে নয়জনই ভোট দিতে আগ্রহী, ৯৪.৩% বলেছেন ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে তারা ভোট দিতে যাবেন।
- নির্বাচনের সময়সীমার পক্ষে ব্যাপক সমর্থন: ৮৬.৫% নাগরিক ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ নির্বাচনের তারিখে সম্মত।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কর্মকাণ্ডে সন্তোষ: "ভালো" (৩৯.৫%) এবং "মোটামুটি" (৩৯.২%) ।
- নির্বাচনী স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তায় বিশ্বাস: ৬৯.৯% মনে করেন সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে পারবে; ৭৭.৫% বিশ্বাস করেন যে তারা নির্ভয়ে ও নিরাপদে ভোট দিতে পারবেন।
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত উদ্বেগ: ৫৬.৬% উত্তরদাতা গত ৬ মাসে চাঁদাবাজি বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন।
- নির্বাচনী সংস্কার নিয়ে সচেতনতার অভাব: ৫৬% উত্তরদাতার আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) সিস্টেম সম্পর্কে ধারণা নেই।

- ✓ অন্যান্য প্রবীণ প্রজন্মের তুলনায়, ভোটের সময় পুলিশ/প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে 'জেন জি' প্রজন্ম কম ইতিবাচক। স্বল্পশিক্ষিত উত্তরদাতাদের তুলনায় উচ্চশিক্ষিতরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাজে কম সন্তুষ্ট, চাঁদাবাজি বেশি বেড়েছে বলে মনে করেন এবং পিআর ব্যবস্থা সম্পর্কে বেশি সচেতন ও ইতিবাচক।
- ✓ সাধারণ উত্তরদাতাদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে কম আগ্রহী, নির্বাচনের সময় নিয়েও তাদের দ্বিমত বেশি এবং চাঁদাবাজি বেশি বেড়েছে বলেও তারা মনে করেন।

ডঃ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ কেমন চালাচ্ছেন?

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম নিয়ে ধারণা

সার্বিক চিত্র

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম নিয়ে ভোটারদের ধারণা মূলত ইতিবাচক
(ভালো ৩৯.৫%, মোটামুটি ৩৯.২%)

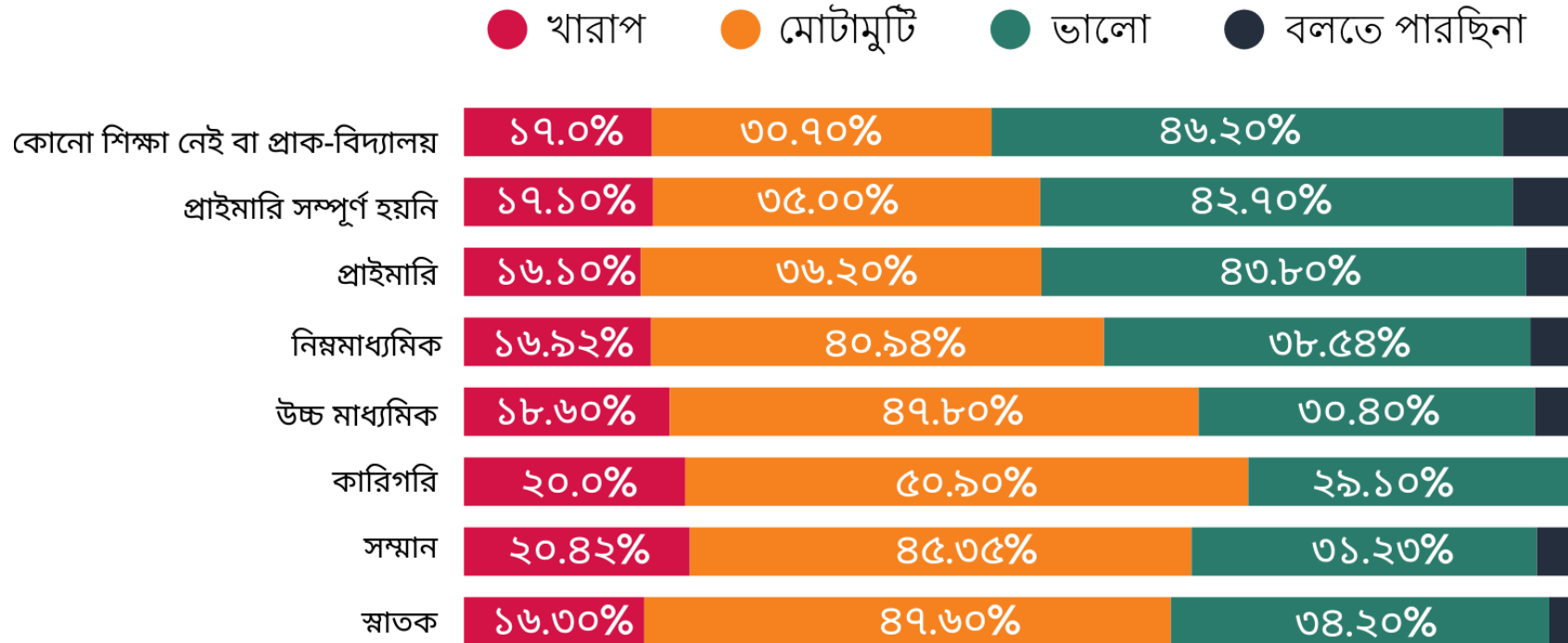
● খারাপ ● মোটামুটি ● ভালো ● বলতে পারছিনা



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম নিয়ে ধারণা

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী

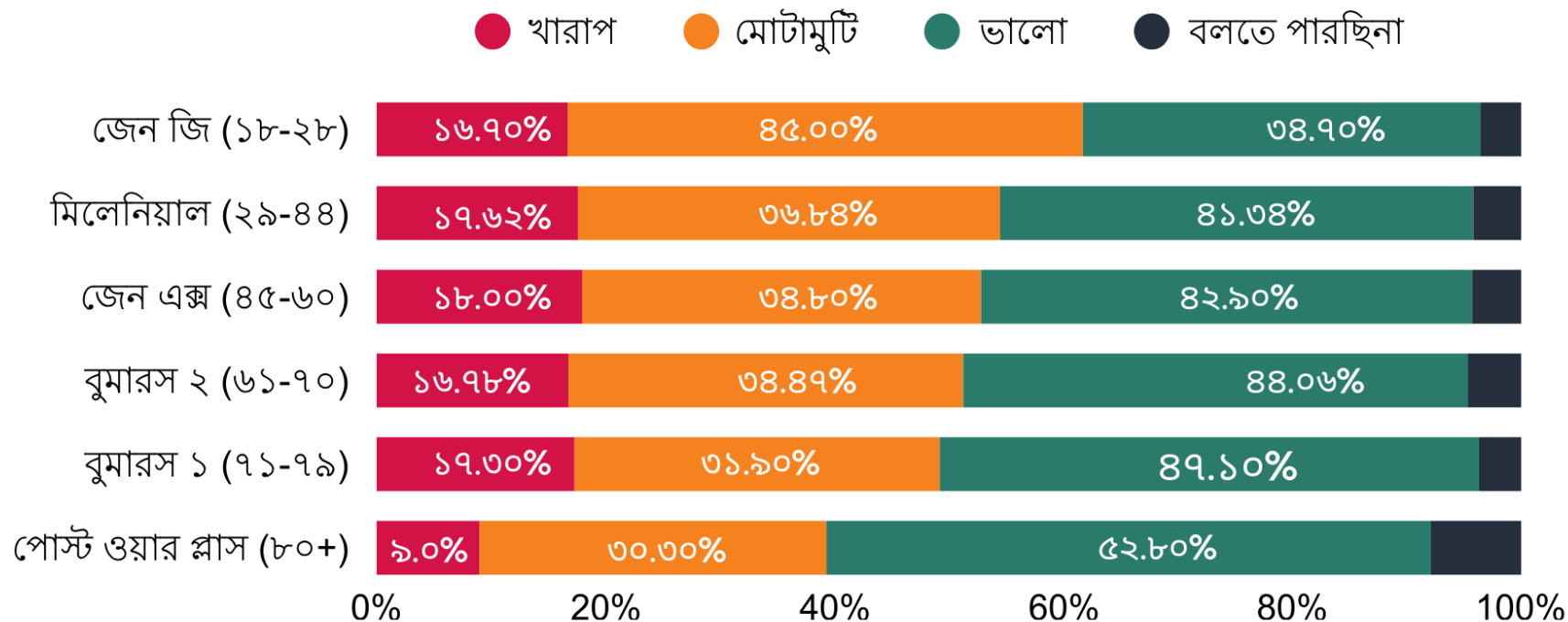
উচ্চশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইতিবাচক ধারণার হার কম
(ভালো: স্নাতক ৩১.২%, কোনো শিক্ষা নেই বা প্রাক-প্রাথমিক ৪৬.২%)



অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কার্যক্রম নিয়ে ধারণা

বয়স অনুযায়ী

সাধারণত বয়স বাড়ার সাথে ইতিবাচক ধারণার হার বাড়ার প্রবণতা দেখা যায়
(ভালো: জেন জি ৩৪.৭%, মিলেনিয়ালস ৪১.৩%, জেন এক্স- ৪২.৯%, বুমারস II- ৪৪.১%)

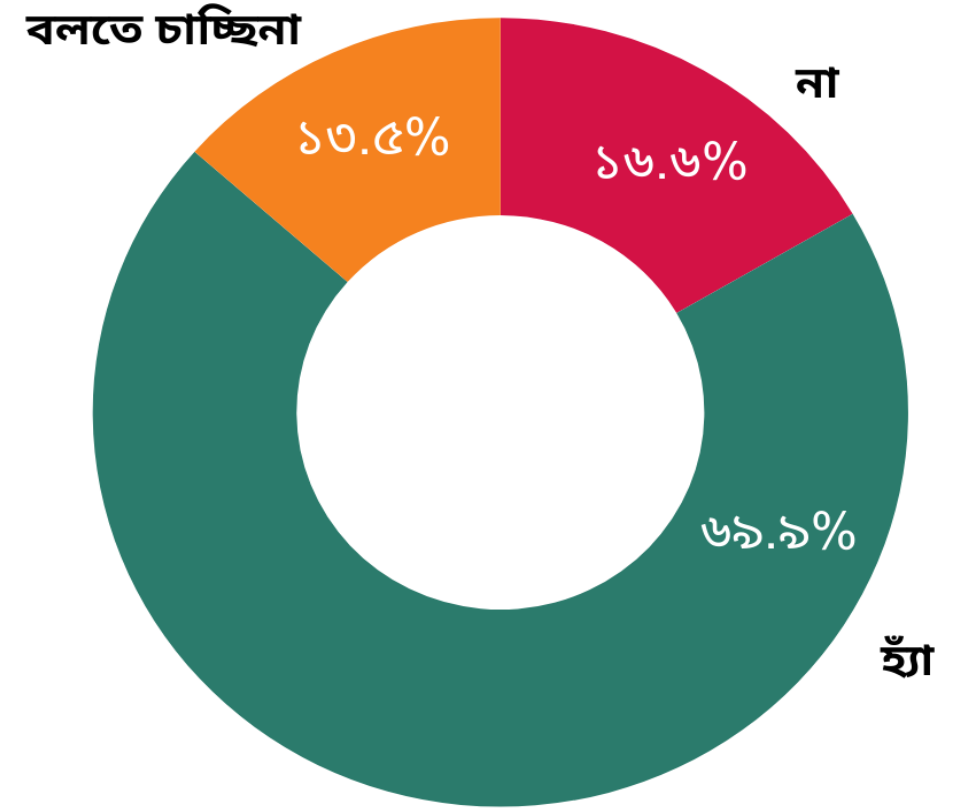


আপনি কি মনে করেন এই সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজন করতে
পারবে?

নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর আস্থা

সার্বিক চিত্র

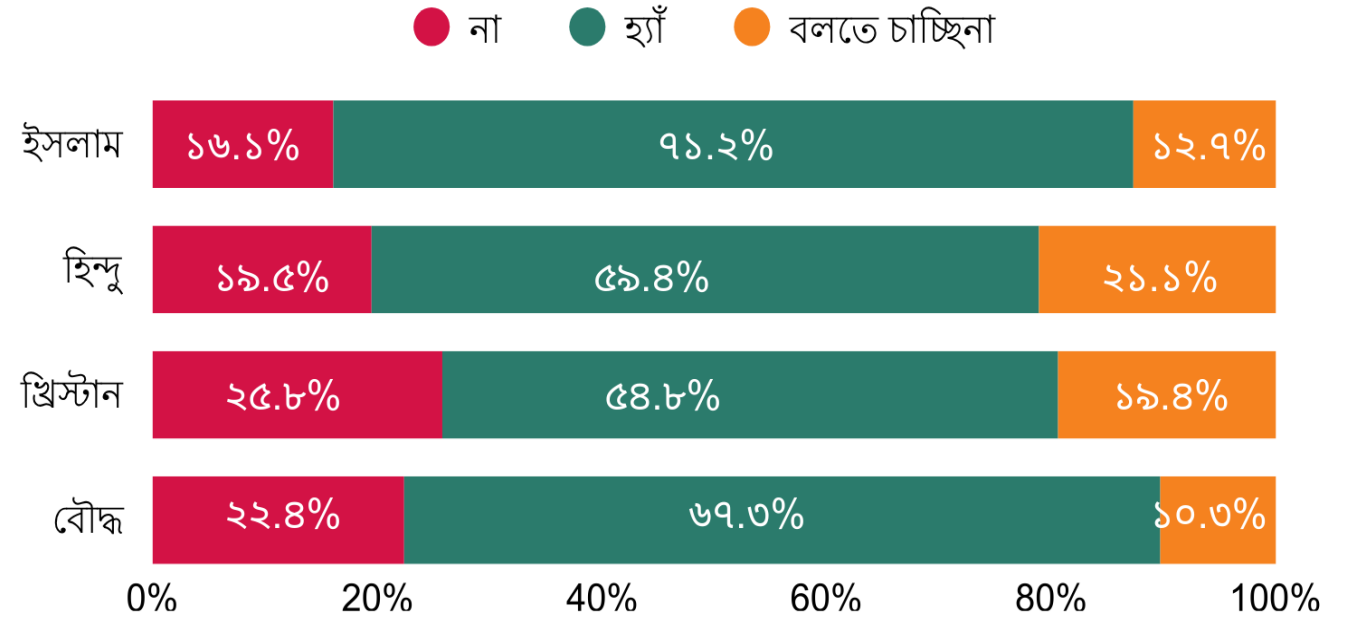
৬৯.৯% উত্তরদাতা মনে করেন যে সরকার একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে সক্ষম হবে; ধর্মীয় পরিচয় ব্যতীত শিক্ষা, লিঙ্গ, বয়স এবং অবস্থানের ভিত্তিতে এই ফলাফলে সামঞ্জস্য রয়েছে।



নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ওপর আস্থা

ধর্মীয় পরিচয় অনুযায়ী

ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের সক্ষমতা বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।



আপনি কি মনে করেন এই এলাকায় পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব
পালন করবে?

পুলিশ ও প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা

সার্বিক চিত্র

বেশিরভাগ ভোট দেওয়ার বয়সী মানুষ মনে করেন পুলিশ ও প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে (৬৮.২%)।

● না ● হ্যাঁ ● জানিনা ● বলতে চাচ্ছি না

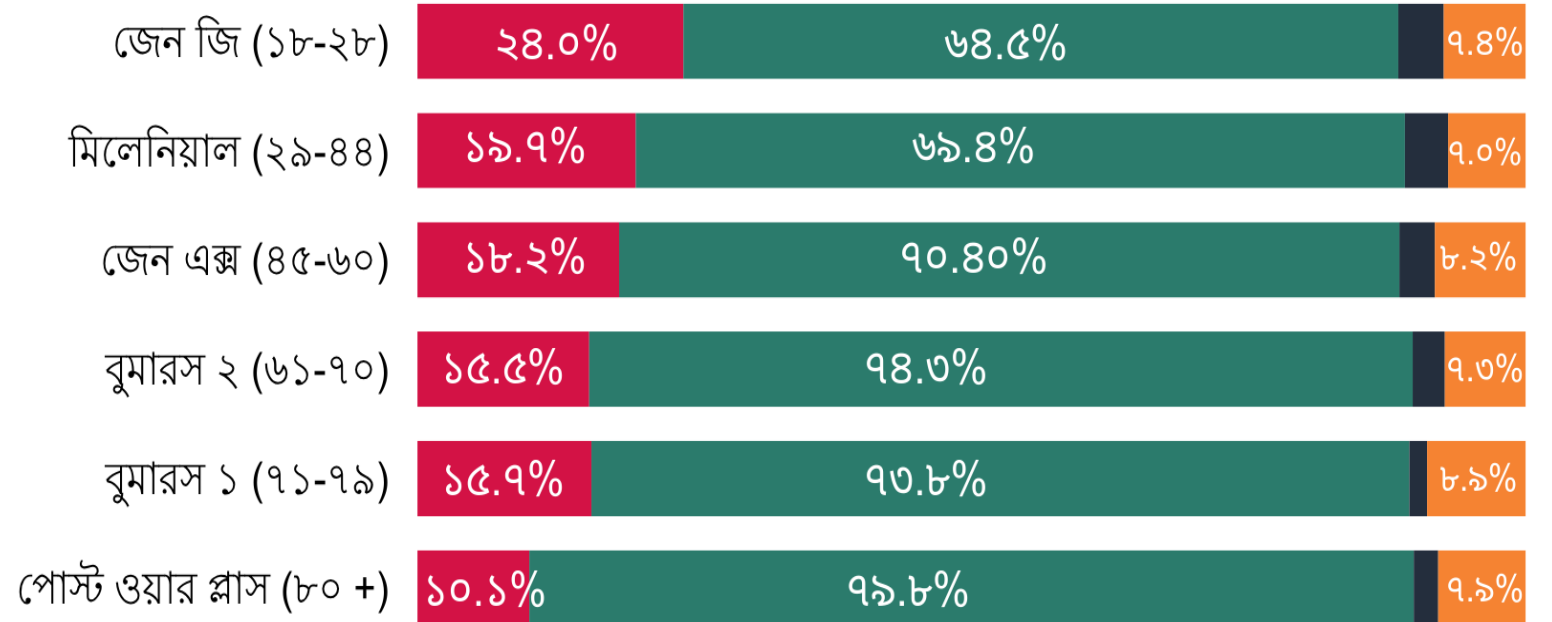


পুলিশ ও প্রশাসন সম্পর্কে ধারণা

বয়সের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী

● না ● হ্যাঁ ● জানিনা ● বলতে চাচ্ছি না

তরুণ প্রজন্ম 'জেন জি'-এর (৬৪.৫%)
তুলনায় বয়স্করা (জেন এক্স ৭০.৪%) পুলিশ
ও প্রশাসনের ওপর বেশি আস্থাশীল।

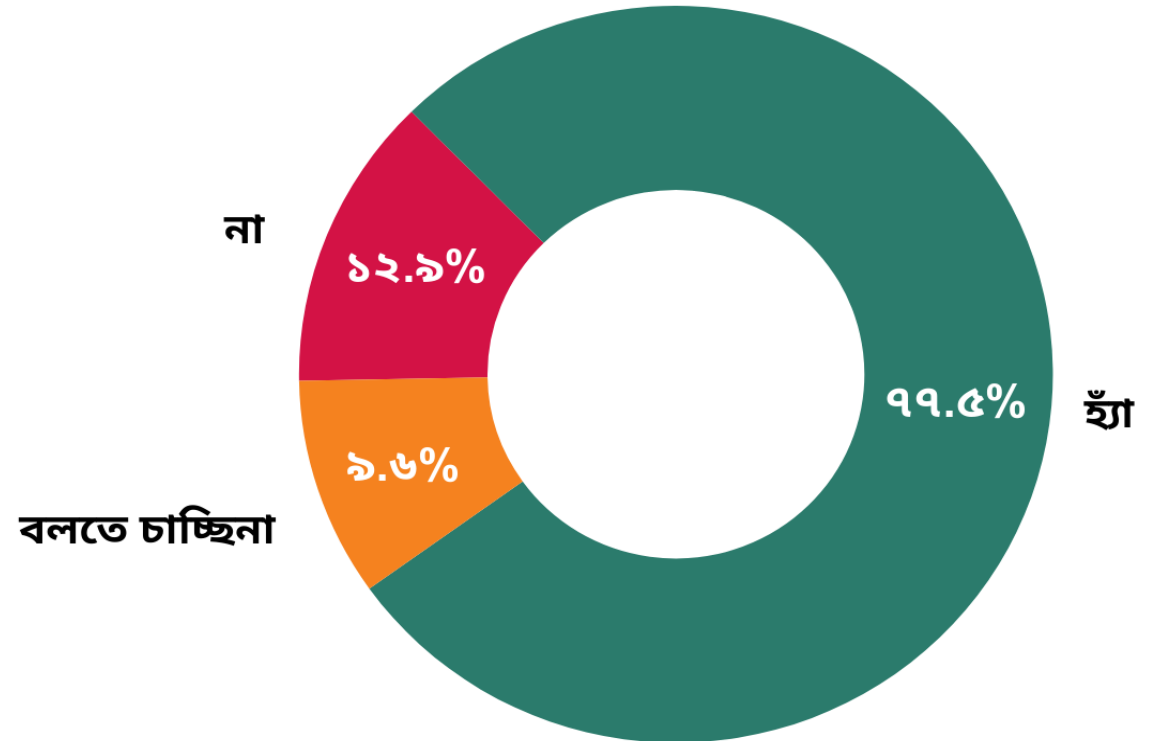


আপনি কি মনে করেন সামনের নির্বাচনে জনগণ নির্ভয়ে এবং নিরাপদে
কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারবে?

ভোটদানের নিরাপত্তা সংক্রান্ত ধারণা

সার্বিক চিত্র

অধিকাংশ মানুষই নিরাপদ ভোটের
ব্যাপারে আশাবাদী (৭৭.৫%)।

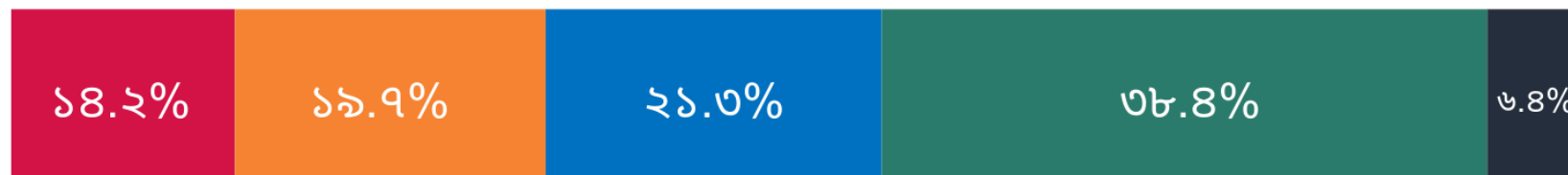


আপনার এলাকায় ভোটের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ
বা মারামারির সম্ভাবনা কেমন?

নির্বাচনকালীন সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা

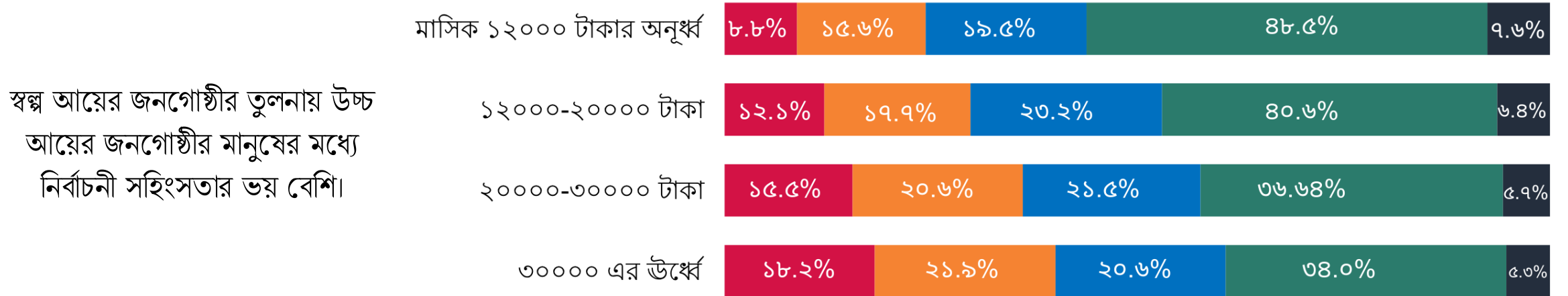
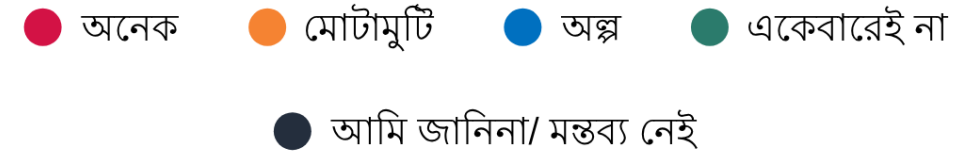
সার্বিক চিত্র

অধিকাংশ ভোটার নির্বাচনকালীন সময়ে নিজ এলাকায় কম সহিংসতার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন।



নির্বাচনকালীন সংঘর্ষ বা সহিংসতার সম্ভাবনা

পারিবারিক আয়ের স্তর অনুযায়ী

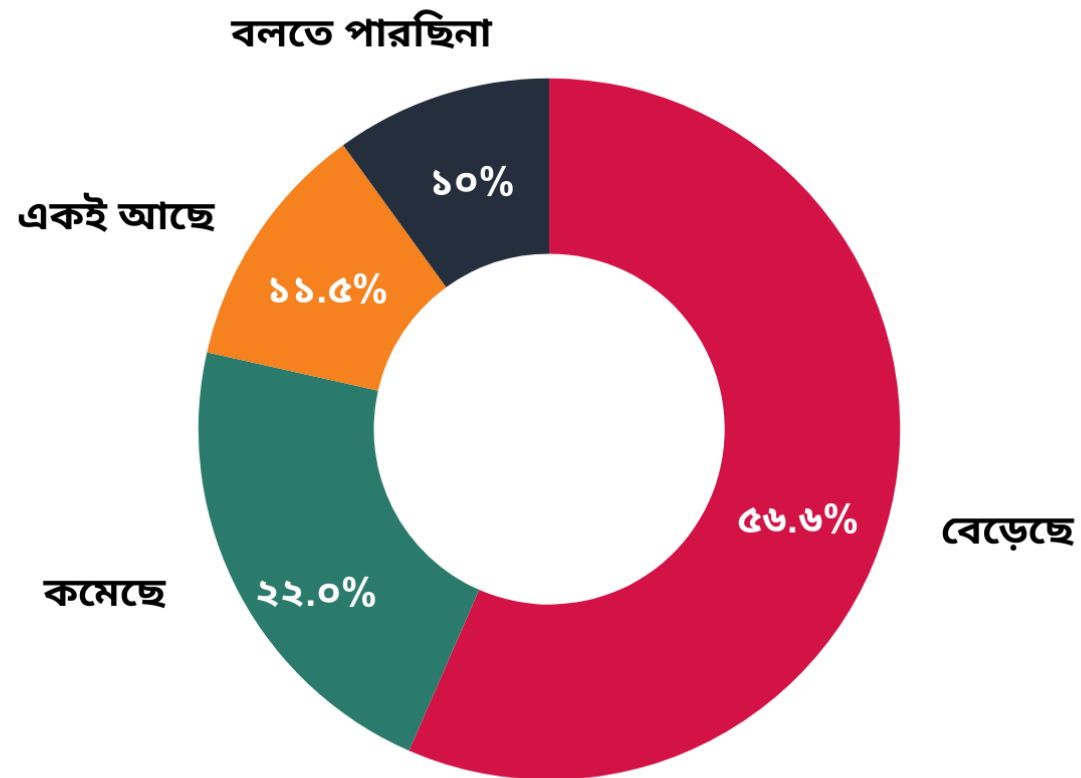


গত ৬ মাসে চাঁদাবাজির অবস্থা কেমন হয়েছে?

চাঁদাবাজির পরিস্থিতি

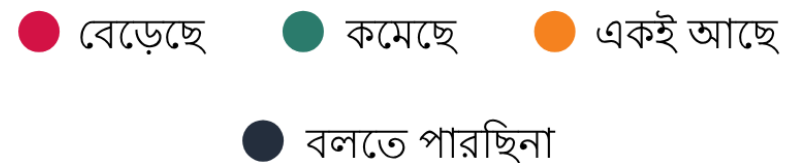
সার্বিক চিত্র

সাধারণত, বেশিরভাগ উত্তরদাতা মনে করেন গত ৬ মাসে চাঁদাবাজি বেড়েছে (৫৬.৬%)।



চাঁদাবাজির পরিস্থিতি

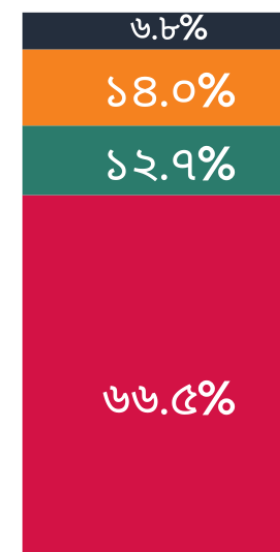
উত্তরদাতার ধরন অনুযায়ী



খানার উত্তরদাতাদের তুলনায় (৫৫.৫%) চেয়ে
ছাত্রছাত্রীরা (৬৬.৫%) চাঁদাবাজি পরিস্থিতিকে বেশি
খারাপ মনে করে।



খানা জরিপ



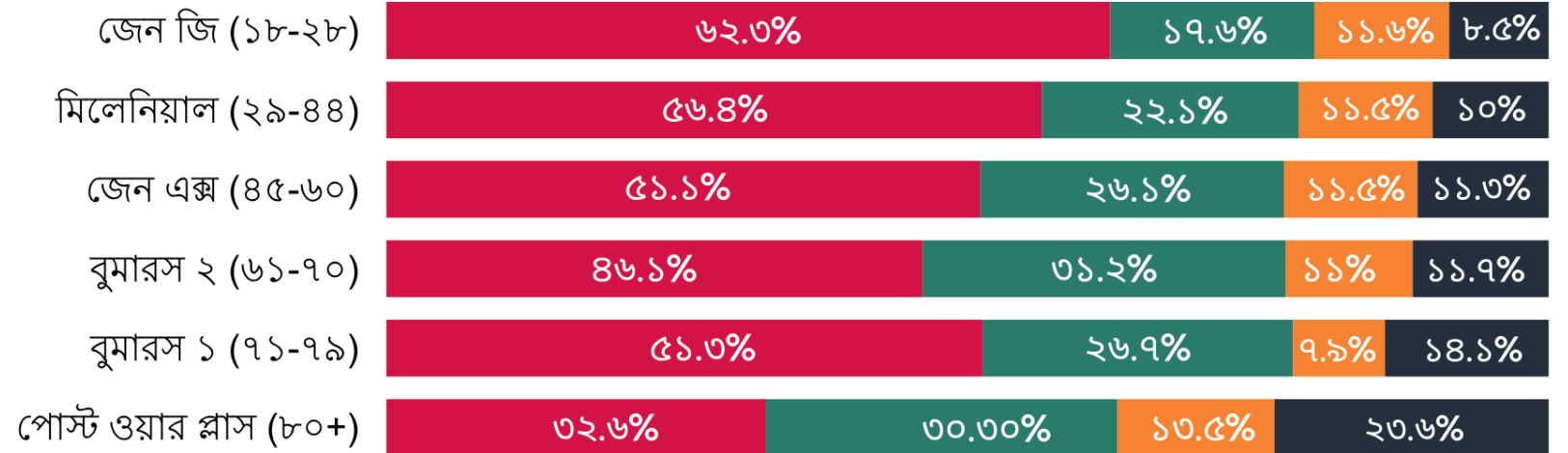
ভাসিটি জরিপ

চাঁদাবাজির পরিস্থিতি

বয়স অনুযায়ী

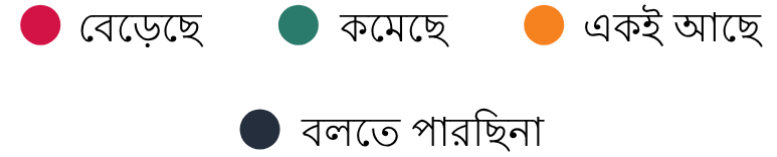
● বেড়েছে ● কমেছে ● একই আছে ● বলতে পারছি না

বয়স্কদের চেয়ে তরুণ 'জেন জি'
প্রজন্ম (৬২.৩%) চাঁদাবাজি
পরিস্থিতি বেশি খারাপ হয়েছে
বলে মনে করে

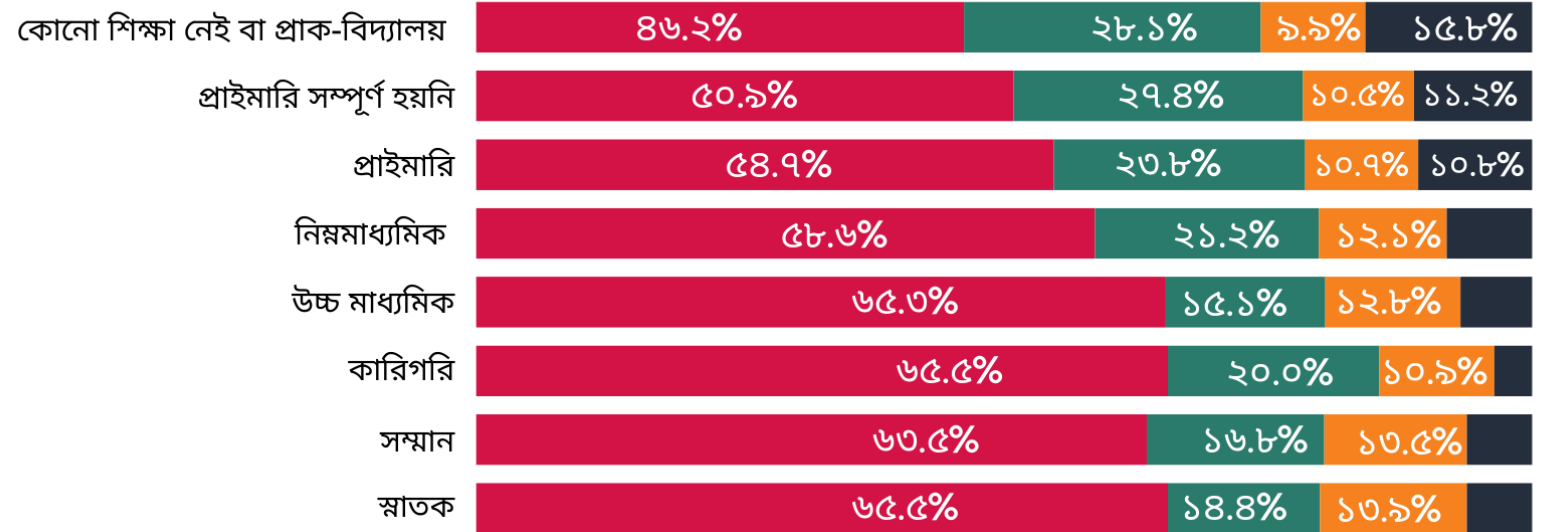


চাঁদাবাজির পরিস্থিতি

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী



স্বল্পশিক্ষিত উত্তরদাতাদের তুলনায়
উচ্চশিক্ষিত উত্তরদাতারা
চাঁদাবাজির পরিস্থিতিকে বেশি
খারাপ বলে মনে করেন।



চাঁদাবাজি সম্পর্কে আপনি কীভাবে জানতে পেরেছেন?

চাঁদাবাজি সম্পর্কে তথ্যের উৎস

সার্বিক চিত্র

উত্তরদাতার অবস্থান, বয়স বা লিঙ্গ নির্বিশেষে, চাঁদাবাজি বিষয়ক তথ্যের প্রধান উৎস হলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।



চাঁদাবাজি সম্পর্কে তথ্যের উৎস

শহর বনাম গ্রাম

সোশ্যাল মিডিয়া
৪৬.২%

বেসরকারি টিভি
চ্যানেল
১৭.০%

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
১৬.৪%

বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা
১৪.১%

সংবাদপত্র
৫.০%

আমি বলতে চাই না
অন্যান্য

Urban

সোশ্যাল মিডিয়া
৩৮.৮%

বেসরকারি টিভি চ্যানেল
২১.৩%

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
১২.১%

সংবাদপত্র
৩.৬%

আমি বলতে
চাই না

বন্ধু/আত্মীয়দের অভিজ্ঞতা
২২.৫%

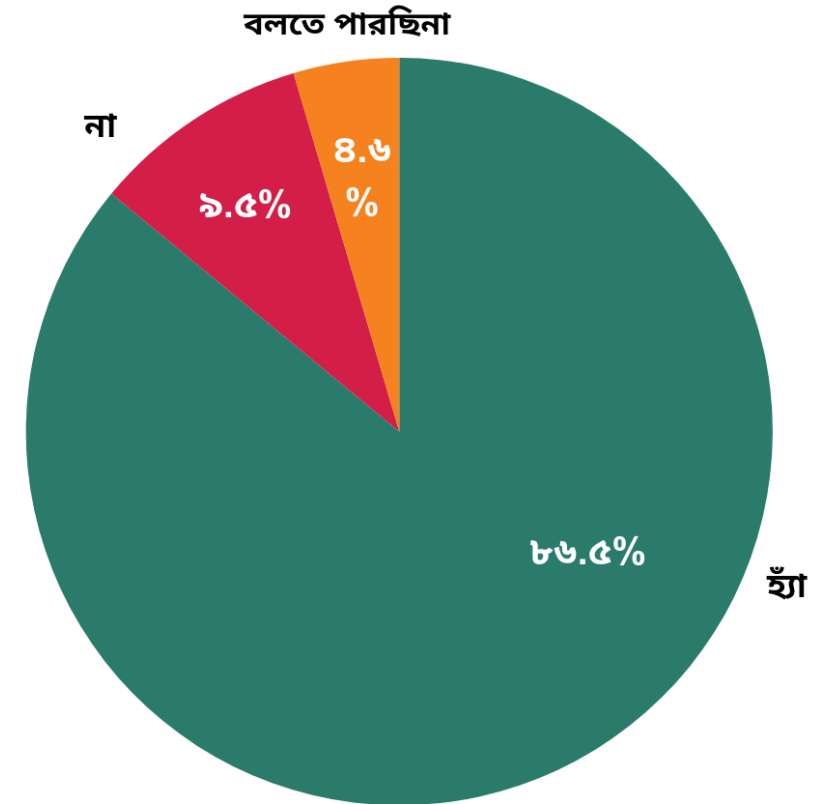
Rural

আপনি কি মনে করেন সরকার ঘোষিত সময় অনুযায়ী
ফেব্রুয়ারী ২০২৬ এই নির্বাচন হওয়া উচিত ?

নির্বাচনের সময়

সার্বিক চিত্র

৮৬.৫% উত্তরদাতা মনে করেন,
সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচন
ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এই হওয়া উচিত।

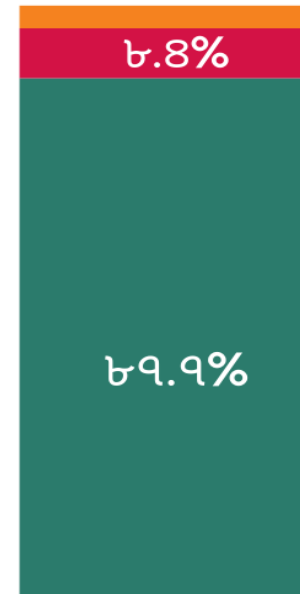


নির্বাচনের সময়

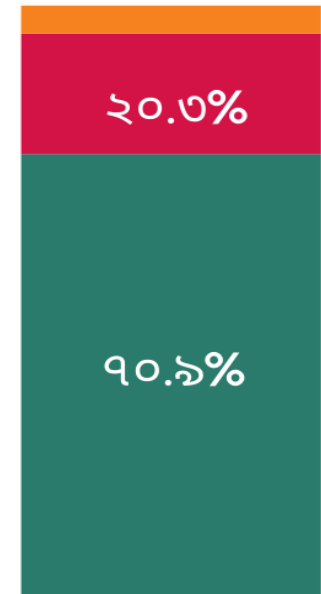
উত্তরদাতার ধরন অনুযায়ী

খানার উত্তরদাতাদের তুলনায়
(৮.৪%) চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের
(২০.৩%) মধ্যে নির্বাচনের
সময় নিয়ে দ্বিমত বেশি।

● হ্যাঁ ● না ● বলতে পারছি না



খানা জরিপ



ভাসিটি জরিপ

আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে সংসদে উচ্চকক্ষে পিআর
পদ্ধতি ব্যবহার করা উচিত?

সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব / পিআর সিস্টেম নিয়ে ধারণা

সার্বিক চিত্র

বেশিরভাগ উত্তরদাতা (৫৬.০%) উচ্চকক্ষের পিআর ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না। যারা জানেন, তাদের মধ্যে মতামত প্রায় সমানভাবে বিভক্ত (২১.৮% হ্যাঁ বলেছেন, ২২.২% না বলেছেন।

● না ● হ্যাঁ ● আমি পিআর এর কথা শুনিনি / এ সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না



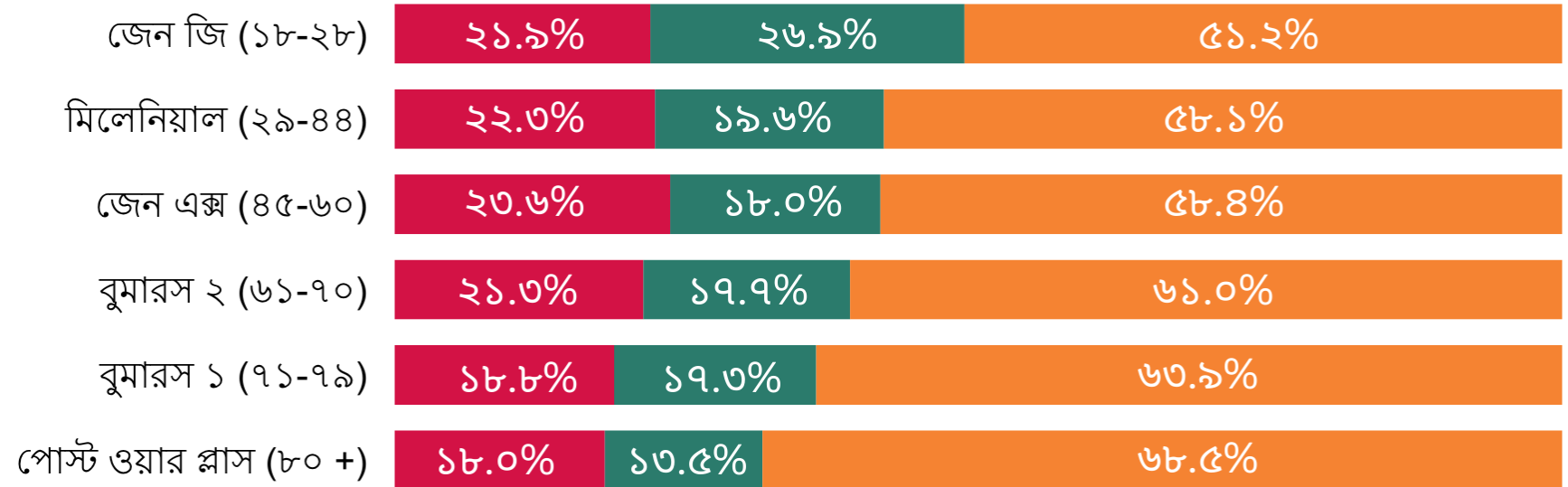
সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব / পিআর সিস্টেম নিয়ে ধারণা

বয়সের শ্রেণিবিভাগ অনযায়ী

● না ● হ্যা

● আমি পিআর এর কথা শুনিনি / এ সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না

প্রবীণ প্রজন্মের তুলনায় নবীন প্রজন্ম সাধারণত এ বিষয়ে অধিক সচেতন এবং তাদের মনোভাব অধিক ইতিবাচক।

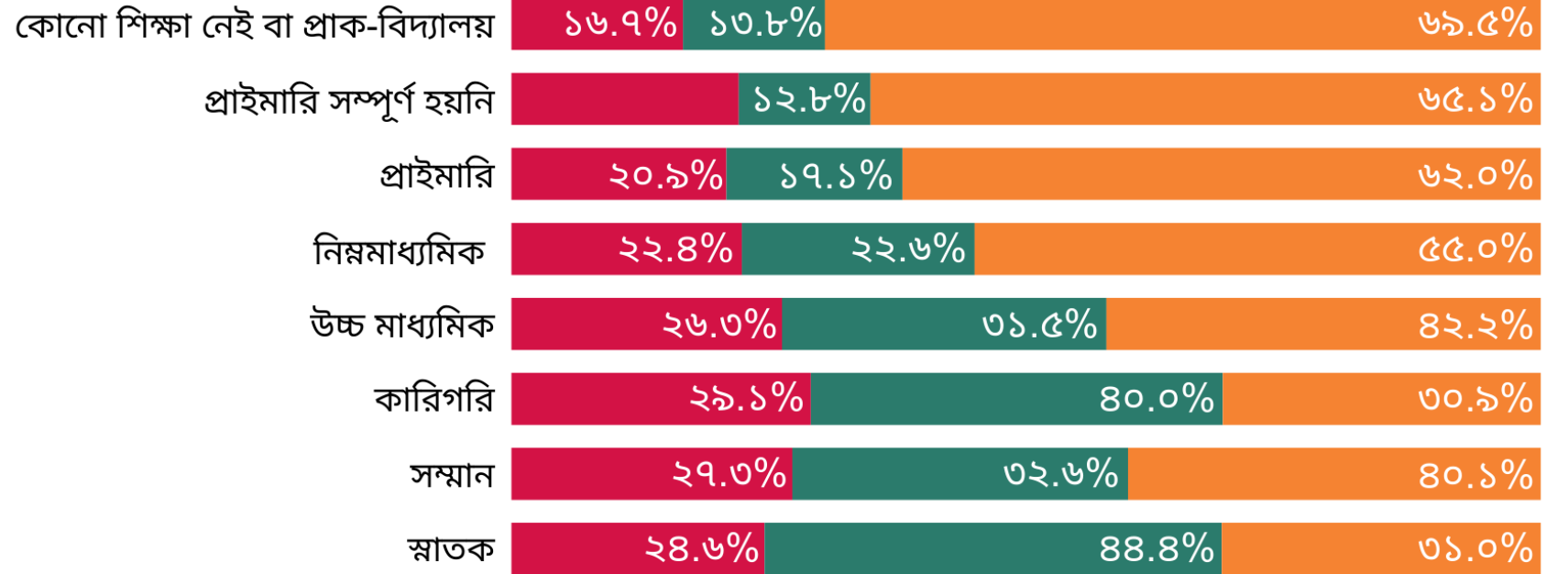


সংসদের উচ্চকক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব / পিআর সিস্টেম নিয়ে ধারণা

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী

● না ● হ্যাঁ

● আমি পিআর এর কথা শুনিনি / এ সম্পর্কে যথেষ্ট জানি না



উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা সংসদের উচ্চকক্ষে পিআর ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিক সচেতন এবং অপেক্ষাকৃত বেশি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।

এই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হলে আপনি কি ভোট দিতে
যাবেন?

ভোট দেওয়ার আগ্রহ

সার্বিক চিত্র

অধিকাংশ উত্তরদাতাই ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে ভোট দিতে আগ্রহী।

● হ্যা ● না ● বলতে চাচ্ছি না

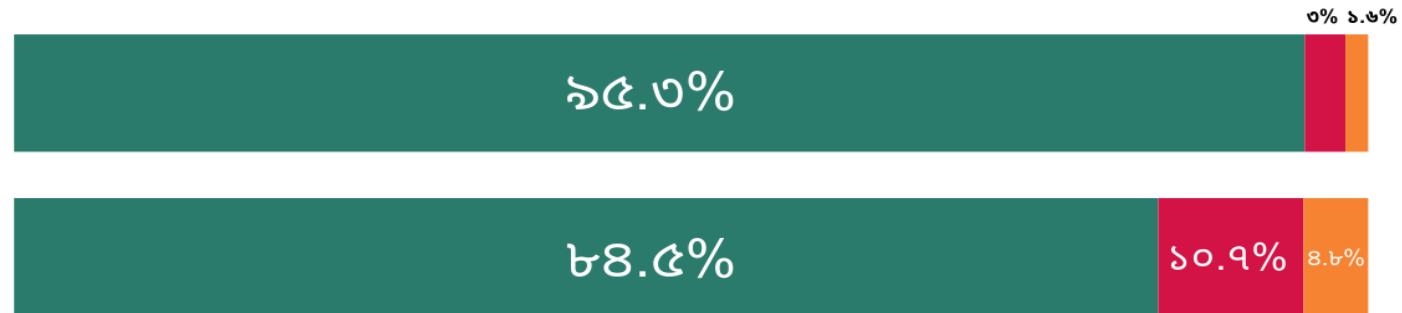


ভোট দেওয়ার আগ্রহ

উত্তরদাতার প্রকারভেদ

সার্বিকভাবে সবার মধ্যেই ভোট দেওয়ার আগ্রহ বেশি, তবে খানার উত্তরদাতাদের তুলনায় চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই আগ্রহ কম।

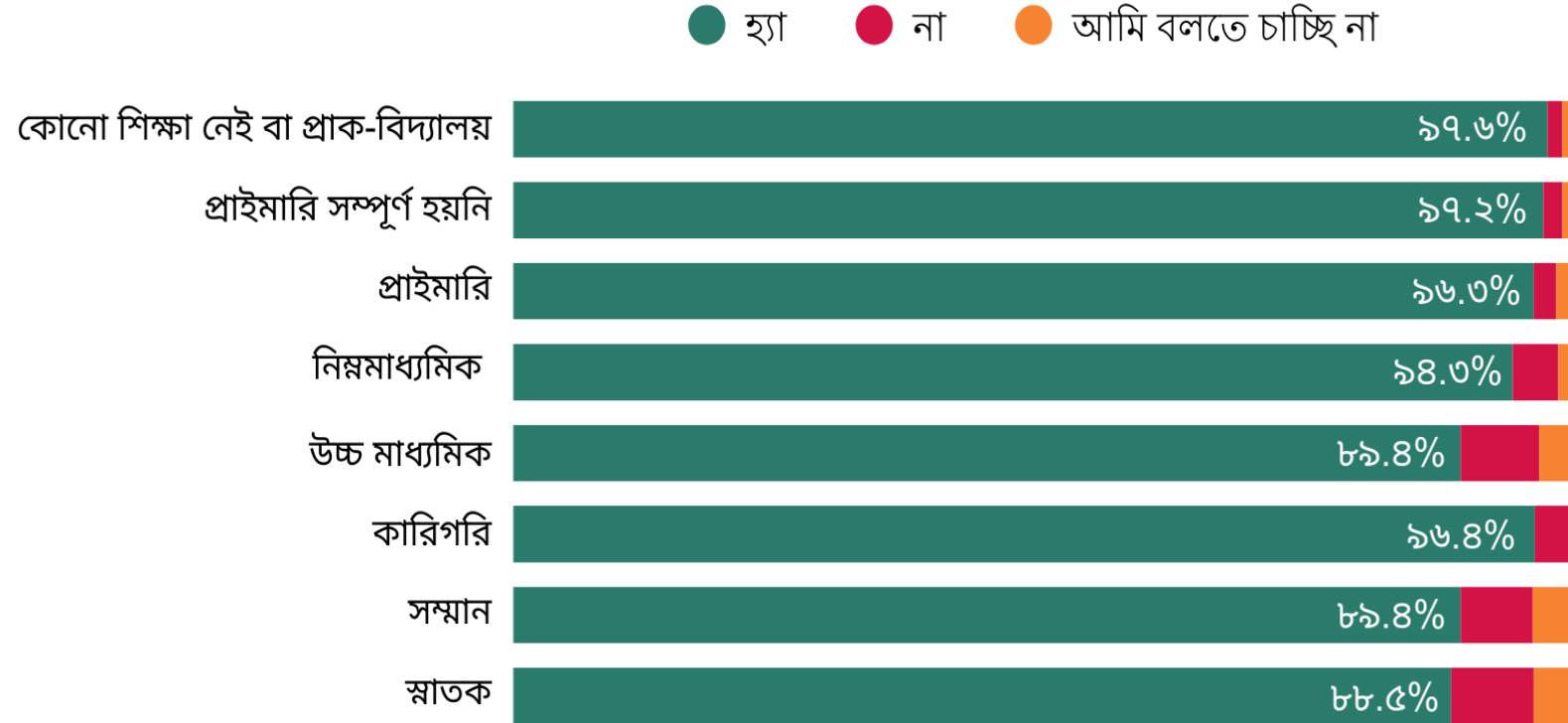
● হ্যাঁ ● না ● আমি বলতে চাচ্ছি না



ভোট দেওয়ার আগ্রহ

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী

শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভোট দেওয়ার আগ্রহ কমতে দেখা যায়।



ধন্যবাদ!

যোগাযোগঃ

Innovision Consulting

Email: info@innovision-bd.com

Phone: +8801713033447

Website: www.innovision-bd.com

